ফর্ম নং. জে (২)

কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মহামান্য বিচারপতি দেবাংশু বসাক

এবং

মহামান্য বিচারপতি মো. শব্বর রাশিদি

২০১৬ সালের ডব্লিউ পি.এস টি ২০০

আইএ নং- সি এ এন /১/২০২৩

দেবাশিষ প্রধান ও অন্যান্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

রিট আবেদনকারীদের পক্ষে	শ্রী প্রতীক ভট্টাচার্য, আইনজীবী
	শ্রী মনোরঞ্জন কর্মকার, আইনজীবী
রাজ্যের পক্ষে	শ্রী তপন কুমার মুখোপাধ্যায়,
	প্রবীণ আইনজীবী এবং অভিজ্ঞ এ. জি. পি.
	শ্রী সোমনাথ নস্কর, আইনজীবী
শুনানি	২৯.০৯.২০২৩
রায়	২৯.০৯.২০২৩

বিচারপতি দেবাংশু বসাক-

১. **পুনর্বারঃ সি এ এন /১/২০২৩**

সি এ এন /১/২০২৩ পুনরুদ্ধারের জন্য একটি আবেদন।

২. ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং পুনর্বাসনের আবেদনে করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, ২৮ জুলাই, ২০২৩ তারিখের আদেশটি প্রত্যাহার করা হচ্ছে।

৩. সি এ এন /১/২০২৩ অনুমোদিত।

৪. ২০১৬ সালের ডাব্লিউ পি. এস. টি ২০০ তার ফাইল এবং নম্বর পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

২০১৬ সালের ডব্লিউ পি.এস. টি ২০০

রিট আবেদনকারীরা ২০১৫ সালের ৮ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত একটি আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ।

৬. রিট আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে, রিট আবেদনকারীরা ১৯৯৮ সাল থেকে পদোন্নতির অধিকারী ছিলেন। তারা কর্তৃপক্ষের কাছে এমন কিছু আবেদন করেছিলেন যা কখনও বিবেচনা করা হয়নি। রিট আবেদনকারীরা কমপক্ষে দুবার ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছিলেন। শেষটি হল আপত্তিকর আদেশ, যেখানে রিট আবেদনকারীরা পদোন্নতির অধিকারী বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং ২০০৭ সালের ২৭শে মার্চ থেকে পূর্ববর্তী প্রভাবের সাথে এই পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল।

৭. রিট আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে, '২৭শে মার্চ, ২০০৭ তারিখ থেকে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক রিট আবেদনকারীদের পদোন্নতি দেওয়ার কোনও ভিত্তি ছিল না। রিট আবেদনকারীরা পদোন্নতির বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের তারিখ থেকে পদোন্নতি পাওয়ার অধিকারী। কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ ছাড়াই পদোন্নতির আবেদনের বিষয়ে অনড় ছিল। রিট আবেদনকারীদের কাউকেই পদোন্নতির জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) কাছে সুপারিশ করা হয়নি, যাতে পাবলিক সার্ভিস কমিশন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। রাষ্ট্রপক্ষ যে আবেদন করেছে যে, পি.এস.সি. কর্তৃক কোনও সুপারিশ করা হয়নি তা ভুল।

৮. (২০১৪) ৩ সুপ্রিম কোর্ট মামলা ৬৭০ (মেজর জেনারেল এইচ.এম. সিং, ভিএসএম বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং আরেকজন) এর উপর নির্ভর করে, রিট আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে, সেখানে, সুপ্রিম কোর্ট দেখেছে যে আবেদনকারী পদোন্নতির অধিকারী ছিলেন এবং পদ শূন্য হওয়ার তারিখ থেকে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। বর্তমান মামলার তথ্য অনুসারে, রিট আবেদনকারীদেরও পদোন্নতির তারিখ থেকে পদোন্নতি দেওয়া উচিত যখন সংশ্লিষ্ট পদ শূন্য হয়েছিল অথবা পদোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনকারী সংশ্লিষ্ট রিট আবেদনকারীদের, যেটি আগে ঘটেছিল।

৯. রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী যুক্তি দেন যে, রিট আবেদনকারীদের পদোন্নতির পথ ১৭ মে, ১৯৫৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা পরবর্তীতে ১৫ মে, ১৯৮০ তারিখে সংশোধিত হয়েছিল। পদোন্নতির জন্য পরিবর্তিত নিয়ম অনুসারে, একজন প্রার্থীকে উচ্চতর পদের জন্য উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হতে হবে। তিনি যুক্তি দেন যে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে, রিট আবেদনকারীদের পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল এবং ২০০৯ সাল থেকে তা মঞ্জুর করা হয়েছিল। তবে, ট্রাইব্যুনাল তারিখ নির্ধারণ করে ২৭ মার্চ, ২০০৭ যে তারিখ থেকে, রাজ্য রিট আবেদনকারীদের পদোন্নতি দিতে ইচ্ছুক।

১০. রিট আবেদনকারীরা নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের গ্রুপ-এ-তে গবেষণা সহকারী (জলবাহী) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রিট আবেদনকারীদের পরবর্তী পদোন্নতিমূলক পদটি হল সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা (জলবাহী) গ্রুপ-এ।

১১. রিট আবেদনকারীরা সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা (জলবাহী) গ্রুপ-এ-এর পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বেশ কয়েকটি আবেদন করেছিলেন, যা রিট আবেদনের সাথে সংযুক্ত নথি থেকে দেখা যাবে। রিট আবেদনকারীরা দাবি করেছিলেন যে পদোন্নতির জন্য তাদের আবেদনের তারিখে তারা প্রয়োজনীয় পাঁচ বছরের চাকরি করেছেন এবং পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

১২. আমরা রেকর্ড থেকে জানতে পারি যে, ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ তারিখের একটি লেখার মাধ্যমে, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট অধিদপ্তর প্রধান প্রকৌশলী (উন্নয়ন ও গবেষণা) সেচ ও জলপথ অধিদপ্তরের কাছে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা সহকারী (জলবাহী) 'গ্রুপ-এ' পদটি পূরণের জন্য চিঠি লিখেছিল। ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ তারিখের লেখাটিতে আমাদের সামনে রিট আবেদনকারীদের নাম রয়েছে।

১৩. ১৯৯৮ সালের ১১ই আগস্ট থেকে রিট আবেদনকারীদের উপস্থাপনা বা ২০০০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের লেখা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেনি।

১৪. সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা গ্রুপ-এ পদের নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলী অনুযায়ী, ফিডার পদ থেকে সরাসরি পদোন্নতির মাধ্যমে অথবা নিয়োগের মাধ্যমে নির্বাচনের মাধ্যমে এটি পূরণ করা সম্ভব। এই পদে বিভাগীয় প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

১৫. কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ করেনি। পরিবর্তে, কর্তৃপক্ষ একটি স্মারকলিপি জারি করে যে ৫০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে এবং বাকি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।

১৬. রিট আবেদনকারীরা ২০০৪ সালের O.A.105 এর মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেন এবং স্মারকলিপিটি চ্যালেঞ্জ করে পদোন্নতির জন্য আবেদন করেন। ট্রাইব্যুনালের ২৭ মার্চ, ২০০৭ তারিখের এক আদেশের মাধ্যমে এই মূল আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়। এই আদেশের মাধ্যমে, ট্রাইব্যুনাল গ্রুপ-এ-তে সহকারী গবেষণা কর্মকর্তার পদ ৫০% সরাসরি নিয়োগ এবং ৫০% পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের নির্দেশ দিয়ে কর্তৃপক্ষের স্মারকলিপি বাতিল করে। কর্তৃপক্ষকে গবেষণা সহকারী থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে অথবা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে যেখানে বিভাগীয় প্রার্থীদের সাথে বর্তমান আবেদনকারীদের আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হবে, নিয়ম অনুসারে এই পদ পূরণের জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

১৭. সরাসরি নিয়োগ বা পদোন্নতির উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

১৮. এরপর রিট আবেদনকারীরা ২০০৮ সালের দ্বিতীয় মূল আবেদনটি O.A.3296 দিয়ে ট্রাইব্যুনালে যান, যা ২৪ এপ্রিল, ২০০৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। এই আদেশের মাধ্যমে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান প্রকৌশলী (নকশাকার ও গবেষণা) সেচ ও জলপথ অধিদপ্তরকে আবেদনটি এবং এর সংযুক্তিগুলি প্রতিনিধিত্ব হিসাবে বিবেচনা করে যুক্তিসঙ্গত এবং বক্তব্যমূলক আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

১৯. উপস্থাপনাটি ক্রম অনুসারে নিষ্পত্তি করার আগে ট্রাইব্যুনাল, ২০শে আগস্ট, ২০০৯ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা দ্বারা সংশোধন করা হয়েছে

৩০শে অক্টোবর, ২০০৯ তারিখের প্রজ্ঞাপনে নয়জন গবেষণা সহকারীকে অস্থায়ী সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

২০. এই দুটি বিজ্ঞপ্তি রিট আবেদনকারীদের দ্বারা ২০১০ সালের তৃতীয় মূল আবেদনের মাধ্যমে আক্রমণ করা হয়েছিল যা ২২ জুলাই, ২০১১ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যাতে সেচ ও জলপথ বিভাগের সচিবকে রিট আবেদনকারীদের মুলতুবি উপস্থাপনা বিবেচনা করতে এবং তার উপর সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

২১. ২২শে জুলাই, ২০১১ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, রিট আবেদনকারীরা আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১-এর অধীনে ট্রাইব্যুনালের কাছে ২০১২ সালের সিসিপি ১২৪ হিসাবে আবেদন করেছিলেন। এই ধরনের অবমাননার আবেদনটি ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

২২. অবমাননার কার্যধারা বিচারাধীন থাকাকালীন একটি সম্মতি প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল যেখানে, কর্তৃপক্ষ ২০ আগস্ট, ২০০৯ থেকে রিট আবেদনকারীদের পদোন্নতি দিয়েছে।

২৩. এই ধরনের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে, রিট আবেদনকারীরা ২০১৫ সালের O.A.৭০১-এর মাধ্যমে চতুর্থবারের জন্য ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হন, যা ২৭শে মার্চ, ২০০৭ থেকে রিট আবেদনকারীদের পদোন্নতি দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়।

২৪. উপরে উল্লিখিত হিসাবে, রিট আবেদনকারীরা সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা (জলবিদ্যুৎ), গ্রুপ-এ পদে পদোন্নতির বিষয়ে উদ্বিগ্ন। আবার, উপরে উল্লিখিত হিসাবে, পদ পূরণের জন্য দুটি উপায় নির্ধারণ করা হয়েছিল। একটি সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে এবং অন্যটি এর মাধ্যমে পদোন্নতি। যদিও সহকারী পদে শূন্যপদ ছিল

গবেষণা আধিকারিক (জলবাহী) গ্রুপ-এ, তারা পদোন্নতি বা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়নি।

২৫. উপরে উল্লিখিত রিট আবেদনকারীরা ১৯৯৮ সালে পদোন্নতির জন্য আবেদন করেছিলেন। পদোন্নতির জন্য তাদের আবেদনগুলি কখনই বিবেচনা করা হয়নি।

২৬. রিট আবেদনকারী সহ গবেষণা সহকারীদের সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা (জলবিদ্যুৎ), গ্রুপ-এ পদে উন্নীত করার জন্য ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০০ তারিখে একটি সুপারিশ করা হয়েছিল। এই ধরনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

২৭. ২৭শে মার্চ, ২০০৭ তারিখের একটি আদেশে ট্রাইব্যুনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রিসার্চ অফিসার (হাইড্রোলিক)-এর শূন্য পদগুলি পদোন্নতি বা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করার নির্দেশ দেয়। তারপরেও সরাসরি নিয়োগ বা পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্যপদগুলি পূরণ করার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

২৮. এরপরে, একটি অস্থায়ী পদোন্নতি মঞ্জুর করার চেষ্টা করা হয়েছিল যা ট্রাইব্যুনালের সামনে বিতর্কিত হয়েছিল। ট্রাইব্যুনাল রিট আবেদনকারীদের মুলতুবি উপস্থাপনা বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছে।

২৯. শেষ পর্যন্ত, কর্তৃপক্ষ ২০০৯ সাল থেকে রিট আবেদনকারীদের সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা (জলবাহী), গ্রুপ-এ পদে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

৩০. মেজর জেনারেল এইচ. এম. সিং, ভি. এস. এম. (উপরে)-এর অভিমত হল, যেখানে রিট আবেদনকারীদের পদোন্নতির দাবি বিবেচনা না করার প্রশ্নটি ভারতীয় সংবিধানের ১৪ ও ১৬ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলিকে লঙ্ঘন করবে এবং যদি এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর উত্থাপিত হয় যদি প্রশ্নটি ইতিবাচক হলে, স্বস্তি দেওয়া উচিত।

৩১. সেই ক্ষেত্রে ২০০৭ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে পূর্ববর্তী প্রভাব সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল, যেহেতু দেখা গেছে যে, উক্ত তারিখ থেকে উক্ত কর্মকর্তা এই ধরনের পদোন্নতির অধিকারী ছিলেন এবং তাঁকে এই ধরনের পদোন্নতি প্রদানের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছিল, যদিও তাঁর অবসর গ্রহণের দুই দিন আগে এই ধরনের পদোন্নতি 'মঞ্জুর' করা হয়েছিল।

৩২. বর্তমান মামলার তথ্যে, যদিও রিট আবেদনকারীদের পদোন্নতি দেওয়ার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছিল, তবে মেজর জেনারেল এইচ. এম. সিং (উপরে) হিসাবে, রিট আবেদনকারীদের ২০০৯ সাল থেকে কর্তৃপক্ষ এবং ২৭শে মার্চ, ২০০৭ সাল থেকে ট্রাইব্যুনাল দ্বারা পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল।

৩৩. ট্রাইব্যুনাল এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছিল যে, রিট আবেদনকারীরা পূর্ববর্তী প্রভাবের সাথে পদোন্নতির অধিকারী ছিলেন। পদোন্নতির পূর্ববর্তী তারিখ কী হওয়া উচিত তা খুঁজে বের করার সময়, ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ২৭শে মার্চ, ২০০৭ তারিখের ট্রাইব্যুনালের পূর্ববর্তী আদেশটি সেই তারিখ হওয়া উচিত যেখান থেকে রিট আবেদনকারীদের পদোন্নতি দেওয়া উচিত।

৩৪. আমাদের দৃষ্টিতে, ট্রাইব্যুনাল এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করেছে যে উচ্চতর পদে শূন্যপদ রয়েছে এবং সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা (জলবিদ্যুৎ), গ্রুপ-এ পদে শূন্যপদ পূরণের সুপারিশ ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০০-এ করা হয়েছিল। তারপর থেকে এই ধরনের রিট আবেদনকারীদের কোনও দোষ ছাড়াই পদোন্নতি দেওয়া হয়নি। উপরন্তু, কর্তৃপক্ষ তাদের সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে উচ্চতর পদ পূরণের অনুশীলন গ্রহণ করেনি, যদিও তাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিলএটি করার জন্য। উচ্চতর পদে শূন্যপদগুলি ৪ঠা ফেব্রুয়ারির আগে ঘটেছিল,

২০০০ সালে রিট আবেদনকারীদের পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। তাদের কোনও দোষ না থাকায় তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়নি। ফলস্বরূপ, রিট আবেদনকারীদের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০০০ থেকে পদোন্নতির অধিকার থাকা উচিত। **মেজর জেনারেল এইচ. এম. সিং (উপরে)**-এর মতো, রিট আবেদনকারীদেরও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পদোন্নতি দেওয়ার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছিল কারণ আদালত অবমাননার কার্যধারায় ট্রাইবুনেলে দায়ের করা তাদের সম্মতি প্রতিবেদন থেকে উপস্থিত হয়েছিল। অতএব, পদোন্নতির জন্য তাদের প্রার্থিতার উপযুক্ততাও বাস্তবসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৩৫. এই পরিস্থিতিতে, আমরা বিতর্কিত আদেশটি এমনভাবে সংশোধন করি যে, কর্তৃপক্ষকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ২০০০ থেকে পূর্ববর্তী প্রভাব সহ রিট আবেদনকারীদের সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা (জলবিদ্যুৎ), গ্রুপ-এ পদে পদোন্নতি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সেই অনুযায়ী সমস্ত ফলস্বরূপ আর্থিক ও অন্যান্য পরিষেবা সুবিধা প্রদান করা হয়। এই নির্দেশটি এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে ১৬ (ষোল) সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

৩৬. ২০১৬ সালের ডব্লিউ পি.এস টি. ২০০ খরচ হিসাবে কোনও আদেশ ছাড়াই **নিষ্পত্তি করা হয়।**

(বিচারপতি দেবাংশু বসাক)

৩৭. আমি একমত।

(বিচারপতি মো. শব্বর রশিদি)

সিএইচসি

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal